BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 7-25

ব্রিটিশ শাসনামলে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে বাজেয়াপ্ত বই ও শাস্তিপ্রাপ্ত লেখক প্রসঙ্গ হীরালাল সেন ও বিধুভূষণ বসু

শংকর কুমার মল্লিক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : mallickkhluna@gmail.com

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের ওপর ক্ষমতাসীন রাজশক্তির নানারকম অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন চলে আসছে। নতুন চিন্তা ও জ্ঞানচর্চাকে তারা সবসময় সাদরে গ্রহণ করেনি। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে নানা রাজশক্তির আমলে জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিকদের ওপর খড়গ নেমে এসেছে। তাঁদের চিন্তার ফসল, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি ধ্বংস করা হয়েছে। পাশাপশি ওই লেখক, দার্শনিক, বিজ্ঞানীদের কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, এমনকি তাঁদের হত্যাও করা হয়েছে। যখন রাষ্ট্র বা রাজশক্তি কোনো লেখককে তাদের স্বার্থের প্রতিকূল ভেবেছে, তখনই তাঁর লেখাকে তারা বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ ও ধ্বংস করেছে। লেখকের কণ্ঠকে রোধ করার যাবতীয় আয়োজন সুসম্পন্ন করেছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে তৎকালীন রাজশক্তি এদেশের বহু লেখকের লেখা বই বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করেছে। খ্যাতিমান লেখক থেকে শুরু করে স্বল্প পরিচিতি নতুন লেখক কেউ বাদ যাননি। যে লেখায় ভারতীয়দের দেশপ্রেম অথবা সামান্যতম ব্রিটিশ বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিশশতকের গোড়া থেকে এদেশে ব্রিটিশ বিরোধী নানামাত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল বৃহত্তর খুলনা অঞ্চল।

খুলনা অঞ্চলের দুইজন লেখক হীরালাল সেন ও বিধুভূষণ বসুর বই ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন এবং দুইজন লেখককেই কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

মূলশব্দ

বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ, ব্রিটিশ শাসনামল, হীরালাল সেন, বিধুভূষণ বসু

উদ্দেশ্য

সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে পৃথিবীর দেশে দেশে আজো বই ও পত্রিকা নিষিদ্ধ হচ্ছে, লেখকরা নানারকম অত্যাচার অবিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন। উগ্র ধর্মীয় চিন্তার প্রকাশ, অশ্লীলতার বিস্তার,

সামাজিক অস্থিরতা তৈরির আশঙ্কা থেকে কিংবা লেখকের মতামত সরকারের অপছন্দ হওয়ার কারণে আজো গ্রন্থ নিষিদ্ধ করে প্রগতিশীল মুক্ত চিন্তাকে হত্যা করা হচ্ছে। এমনকি বুদ্ধিজীবী, লেখকদের মুক্তচিন্তাকে সহ্য করতে না পেরে বিভিন্ন অপশক্তি তাঁদেরকে হত্যা করছে। এই একবিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লেখকদের দণ্ড প্রদান ও প্রাণ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এর ভেতর দিয়ে ওই রাষ্ট্রে ও সমাজের স্বৈরাচারী চিত্রটা ফুটে ওঠে। ভারতে ব্রিটিশ সরকারও এরকম অনেক বাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা মূলধারার কিছু বিখ্যাত লেখকের বই বাজেয়াপ্তের ঘটনা এবং তাঁদের কারাদণ্ডের বিষয়টি জানি। কিন্তু এর বাইরে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন মফস্বল এলাকাতেও ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন গ্রন্থ ও সেগুলোর রচয়িতাদের প্রতি চরম বিদ্বেষপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। বিশশতকের গোড়া থেকেই বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। এই অঞ্চলের লেখক-সাংবাদিকরা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রিটিশ সরকার সেটা ভালোভাবে নেয়নি, সেজন্যে এই এলাকার লেখক–হীরালাল সেন ও বিধুভূষণসহ অন্যদের ওপর অত্যাচার অবিচার নেমে আসে। এ বিষয়টি খুব বেশি আলোচিত হয়নি। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা এই দুই দেশপ্রেমিক লেখকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও তাঁদের কারাদণ্ডের বিষয়টি তথ্য উপাত্ত প্রমাণের মাধ্যমে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

ব্রিটিশ শাসনামলে নিষিদ্ধ বইপত্র সম্পর্কে আলোচনা ও অভিসন্ধর্ভ রচনা করেছেন শিশির কর। তাঁর বইয়ের নাম 'ব্রিটিশ শাসনামলে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই'। তবে সেখানে হীরালাল সেন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা থাকলেও বিধুভূষণ একেবারেই অনুপস্থিত। তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন দুটি গ্রন্থ। সেখানেও হীরালাল আছেন সামান্য। চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ', অজিত কুমার নাগের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা', প্রশান্ত পালের 'রবিজীবনী', ড. শেখ গাউস মিয়ার 'আলোকিত মানুষের সন্ধানে:বৃহত্তর খুলনা জেলা' এবং 'বাগেরহাটের ইতিহাস ১ম খণ্ড' প্রভৃতি গ্রন্থে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

পদ্ধতি

গবেষণা প্রবন্ধটি বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন বইপত্র, পত্রিকা ও ওয়েবসাইটের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

আমরা আগেই বলেছি বিশ্বের মহৎ সৃষ্টির উপর যুগে যুগে রাজশক্তির কোপ পড়েছে নির্মমভাবে। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক কনফুসিয়াসের সৃষ্টি সুপ্রাচীন কাল থেকেই চীনের বিভিন্ন রাজশক্তির রোষে পড়েছে। ২৫০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে চীনের তৎকালীন শাসকরা এই দার্শনিকের শতশত শিষ্যকে জীবন্ত কবর দেন।[১] রাজরোষে পড়েছেন এমন বিশ্ববিশ্রুত লেখক ও দার্শনিকদের মধ্যে আছেন হোমার, দান্তে,

কোপারনিকাস, ম্যাকিয়াভেলি, শেকস্‌পীয়ার, গ্যালিলিও, ব্রুনো, ভলটেয়ার, মিলটন, মলিয়ের, রুশো, ডিফো, বায়রন, গ্যেটে, ক্যান্ট, বালজ্যাক, শেলি, কীটস্, হুইটম্যান, মার্কস, টলস্টয়, ডারউইন, মিল, ফ্লবেয়ার, সুইনবার্গ, জোলা, মোপাসাঁ, রসেটি, হেনরি মিলার, রেমার্ক লরেন্স, জেমস জয়েস, এইচ জি ওয়েলস, সিনক্লেয়ার, লুথার, অসকার ওয়াইল্ড, পাবলো নেরুদা, পাস্তেরনাক, সলঝেনিৎসিন, টমাস মান, ভ্লাদিমির নবোকভ, সারভেনটিস, ইরাসমাস, সালমান রুশদী প্রমুখ। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, তিলক, সখারাম, মুকুন্দ দাস, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সমরেশ বসু, মাহবুবুল আলম চৌধুরী, দাউদ হায়দার, তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখের লেখাও সরকারি কোপে পড়েছে।[২]

ব্রিটিশ ভারতের প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষার গ্রন্থ রাজরোষে পড়েছিল। এছাড়া বিদেশে প্রকাশিত অনেক বইপত্র ও পত্রিকা ইস্তাহার এদেশে পাঠানো ও প্রচারের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। এসময়ে বাজেয়াপ্ত বাংলা বইসমূহের ওপর গভীর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, কোনো ধারার বই-ই এই বাজেয়াপ্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, সঙ্গীত, ছোটগল্প, উপন্যাস, ছোট ছোট পুস্তিকা, ইস্তাহার, প্রচারপত্র, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, কার্টুন, আলোকচিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ব্রিটিশের রোষ থেকে ধর্মগ্রন্থও রক্ষা পায়নি। এই রোষ পড়েছিল ভগবদ্‌গীতার ওপর। যদিও এ গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়নি তবে ব্রিটিশ পুলিশ বা গোয়েন্দারা দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের আস্তানা তল্লাশির সময় এ গ্রন্থ পেলে আটক করতো। এর কারণ, গীতার কর্মযোগ সে যুগে তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছিল। মৃত্যু পথযাত্রী বীর ক্ষুদিরাম বসু অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন–'আমি গীতা পড়েছি, মৃত্যুকে ভয় করিনা।'[৩] প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনামলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অসংখ্য বাংলা বই। এই বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– মুকুন্দ দাস, সখারাম গণেশ দেউস্কর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সৈয়দ আবু মুহম্মদ ইসমাইল সিরাজী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, মানবেন্দ্রনাথ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সৌমেন ঠাকুর, সোমনাথ লাহিড়ী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই তালিকায় রয়েছেন আমাদের আলোচ্য হীরালাল সেন ও বিধুভূষণ বসু।

বাজেয়াপ্ত হয়নি তবে সরকারের তরফ থেকে আপত্তি উঠেছিল এবং রোষ পড়েছিল এমন উল্লেখযোগ্য বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। এ তালিকায় বহু খ্যাতিমান চিন্তাবিদ ও মনীষী এবং তাঁদের লেখা রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', নবীন চন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন', 'রানা প্রতাপ' প্রভৃতি। 'রাশিয়ার চিঠি' ও 'নীলদর্পণের' মূল বাংলা বই সম্পর্কে তৎকালীন সরকার কোনো ব্যবস্থা না নিলেও এগুলোর ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে আপত্তি উঠেছিল।

একপর্যায়ে ভারতের ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল শুধু কঠোর শাসন ও কঠিন আইন দিয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা যাবে না। ভারতীয়দের মন ও চিন্তার উপর লাগাম পরাতে হবে। এ

কারণে তারা ভারতীয়দের বশংবদ জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূচনাপর্বে লর্ড মেকলে সগর্বে বলেছিলেন, "এমন এক জাতি গড়ে তুলব, যারা চেহারায় চরিত্রে হবে ভারতীয়, কিন্তু চিন্তায় হবে ইংরেজ।"[৪] ইংরেজ শাসকরা ভারতীয়দের, বিশেষ করে বাঙালিদের স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভীক চেতনাকে যথেষ্ট ভয় পেত, সমীহ করতো। অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদের চেয়ে কখনো কখনো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে লেখা এইসব বইপত্রের ব্যাপারে আশঙ্কা ছিল বেশি। কারণ তারা ভালোভাবেই জানতো ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখের রচনা দ্বারা উপ্ত হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের বীজ। সেজন্যে ইংরেজ সরকার তাদের গোপন প্রতিবেদনে বার বার উল্লেখ করেছে সমসাময়িক দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকারী পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক এদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তৎকালীন ভারতীয় ইংরেজ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর Terrorism in India (1917-36) নামে একটি অত্যন্ত গোপনীয় প্রতিবেদনে ১৯১৭ সালের আগে বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> "The movement was started in 1906 through the newspaper 'Jugantar' in Calcutta and in Dacca. Other newspapers then combined to pour forth a steady stream of sedition, abuse and incitement to murder. A heavy list of outrages was the result, and it became increasingly difficult to cope with the conspiracies under the existing law"[৫]

স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে সে সময় সাহিত্যের সব শাখা সরব হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সরকার গভীরভাবে অনুভব করেছিল যে এইসব লেখা বন্ধ করতে না পারলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করা যাবে না। তাই একের পর এক সার্কুলার জারি ও আইন প্রণয়ন করে বইপত্র, সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে তারা ভীষণ তৎপর হয়ে উঠেছিল। ১৯০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে জারিকৃত একটি সার্কুলার–

> "A number of seditious publications have been printed and circulated in the province during the last three years. The majority of these have been registered in the ordinary way, and all that have been so registered up to the Present one being dealt with in the Special Branch and the office of the Director of Public Instruction.
>
> In order that a watch may be kept on all publications to facilitate the immediate detection of seditious books, it seems desirable that officers should cause all books and pamphlets, which are deposited in future in the subdivisional and district officers for transmission to the Director of Public Instruction for registration, to be carefully examined immediately they have been so deposited and that thay should report forwarding any such book on pamphlet for registration a copy of the note sent up to the commissioners should be transmitted with it to the Director of Public Instruction."[৬]

এইসব সার্কুলারের ভিত্তিতে সে সময় অনেক বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে, পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু সরকার যত কঠোর আইন প্রণয়ন ও আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেছে ততই দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধকারী বইপত্র (ব্রিটিশদের কাছে দেশদ্রোহকারী বইপত্র) গোপন ছাপাখানায় ছাপানো শুরু হয়েছে। সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা এবং ১৯১৮ সালের সিডিশন কমিটির প্রতিবেদনে সেই স্বীকারোক্তির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সংবাদিক বন্ধু র‍্যাটক্লিফকে লেখা ভারতবন্ধু সিস্টার নিবেদিতার একটি পত্রে তা আরও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল।

To Wednesday, July 19 or 20, 1910

MR. S. K. RATCLIFFE

Friend,

Your letter reached me yesterday afternoon. I have in any case in these troublous times to send you weekly bulletins. Last morning various house in this neighbourhood were raided and goods and boys seized in the name of the Khulna Dacoity. Khulna where one takes the steamer for Barisal, You will remember, Of course that I havn't troubled to follow, we expected to hear of R's (Ramananda's) arrest. That was not made, but some decrepit old gentleman of impassioned oratory called Devi prosanna Roy was said to be 60 Editor of something they want to crush and arrested on charge of sedition for printing a book by a mohammedan which is some years old : Anal Bharata name I think but meaning I don't know, Younger man also was arrested and subsequently a raid was made on alleged offices of secret press and recent Yugantar seized with some members of its entourage. Of course you will understand that at present there is no war so holy as the work of the secret press."[৭]

প্রকৃতপক্ষে আইনের বাঁধন যতই কঠোর হয়েছে, এইসব বইপত্র ততই অন্তরালে চলে গেছে। গোপনে বিনা মলাটে ছাপা হয়েছে এবং দ্রুত পৌঁছে গেছে দেশপ্রেমিক তরুণদের হাতে। এইসব বিধি নিষেধের ফলে অনেক ক্ষেত্রে বরং আপত্তিকর (ব্রিটিশদের চোখে) বই পড়ার উৎসাহ বেড়েই গেছে।[৮]

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রধানত চারটি আইন বলেই বইপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলি হলো–

১. 'কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর'– (১৮৯৮) এর ৯৯-এর ধারা,
২. ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪-এ ধারা,
৩. ইন্ডিয়ান প্রেস এ্যাক্ট ১৯১০ -এর ধারা (১)-এর ৪ ও ১২ উপধারা,
৪. ইন্ডিয়ান প্রেস এমারজেন্সি পাওয়ার অ্যাক্টের (১৯৩১) ১৯ ধারা।

দ্য কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট, ১৮৯৮

১৮৯৮ সালের কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর-এর ৯৯-এ ধারা অনুসারে সরকার বইপত্র বাজেয়াপ্ত করার ও তল্লাসী পরোয়ানা জারির ক্ষমতা হাতে নেন। যে সব লেখা বিদ্রোহ ও দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে এবং কারো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেয়, সেইসব লেখা এই আইনের আওতায় আসে। এই আইনে এ ধরনের যে-কোনো লেখা, সংবাদপত্র, নথিপত্র সরকার গেজেটের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে পারবেন।

ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (১২৪এ)

ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪এ ধারা অনুসারে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে এমন কোনো লেখা বা কথার (বক্তৃতা প্রভৃতি) জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড–দুই-ই।

প্রেস আইন

সংবাদপত্রে হত্যা ও অন্যান্য অপরাধের প্ররোচনা দান করার জন্য 'নিউজ পেপারস (ইনসাইটমেন্ট টু অফেনসেস) অ্যাক্ট VII অব্ ১৯০৮ হয়। এই আইন হয়েছিল ১৯০৮ সালের জুনে। পূর্ণাঙ্গ প্রেস আইন হয় ১৯১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। প্রেসের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করার জন্যই এই আইন। শুধু সংবাদপত্রই নয়, এর ছাপাখানা–সবই।

ইন্ডিয়ান প্রেস এমারজেন্সি পাওয়ার অ্যাক্ট

১৯৩১ সালের ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার) আইনটি কার্যকর হয় ১৯৩১ সালের ৯ অক্টোবর। সংবাদপত্রের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য ১৯৩০ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশেষ গেজেটে যে অর্ডিন্যান্স ঘোষিত হয়, সেই অর্ডিন্যান্সে সরকার যে সব ক্ষমতা হাতে নেন, সেইগুলিই ইন্ডিয়ান প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার্স) অ্যাক্টের (১৯৩১) অন্তর্ভুক্ত হয়।[৯]

তবে সরকারের চোখে কোনো বই আপত্তিকর (objectionable) মনে হলেই তা নিষিদ্ধ (proscribed) বা বাজেয়াপ্ত (confiscated) হতো না। গোপন সার্কুলারে বা একজিকিউটিভ আদেশে অনেক বই-ই আপত্তিকর ছিল। কোনো আপত্তিকর বই সম্পর্কে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হলে এবং দেশদ্রোহকর বলে ঘোষিত হলেই তা নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত করা হতো। আবার নিষিদ্ধ হলে সর্বক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত হতো না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটি সার্কুলার জারি করে নিষিদ্ধ করা হলেও তা বাজেয়াপ্ত হয়নি।[১০] নিষিদ্ধকরণ বা বাজেয়াপ্তকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে ধাপে ধাপে এগুতে হতো। যেমন, প্রথমে কোনো বই সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্ট, তারপর আমলাদের মন্তব্য, সরকারি আইন বিশারদদের মতামত, শেষমেশ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা গেজেটে ঘোষণা। গেজেটে কোনো বই বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষিত হলে তা যুগপৎ নিষিদ্ধ বলেও গণ্য হতো। অবশ্য সবক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত করেই সরকার ছেড়ে দিতেন না। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট বাজেয়াপ্ত বইয়ের লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা ঠুকে শাস্তি দেয়া হতো।[১১]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গদেশে খ্যাতিমান এবং অখ্যাত অসংখ্য লেখকের বইপত্র সরকার নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছিল। এর মধ্যে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের দুইজন লেখক হীরালাল সেন এবং বিধুভূষণ বসুর বই বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করা হয়। এই দুই লেখকের বই কখন কেন এবং কিভাবে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং বাজেয়াপ্ত করার পর তাদের বিরুদ্ধে যে দেশদ্রোহের মামলা দিয়ে কারাদণ্ড দেয়া হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

হীরালাল সেন

হীরালাল সেন খুলনা জেলার বর্তমান দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটিতে অবস্থিত তৎকালীন সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু বিস্তারিত জানা যায় না। হীরালাল সেনের বাড়ি ছিল সেনহাটি গ্রামে। সেনহাটি গ্রামে তৎকালে প্রচুর সেনদের বাস ছিল এবং তাঁরা অধিকাংশই শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন মানুষ ছিলেন। সেনদের নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয় সেনহাটি। উল্লেখ্য যে, 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের লেখক শচীন সেনগুপ্ত, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের শহিদ অনুজা সেন, শহিদ অতুল সেনসহ আরো অনেক বিপ্লবীর বাসস্থান ছিল এই সেনহাটিতে। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বাড়িও এই সেনহাটি গ্রামে। হীরালাল সেন কবে সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন তা জানা যায় না। তবে এই জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।[১২]

পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে জানা যায়, হীরালাল সেন জড়িত ছিলেন অনুশীলন সমিতি'র বিপ্লবী কাজকর্মে।[১৩] পুলিশের এই রিপোর্ট অসত্য নয়। কারণ হীরালাল সেনের যে কবিতার বই 'হুঙ্কার' নিষিদ্ধ হয়েছিল তাতে দেশদ্রোহমূলক (ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে) কবিতা লেখা ছিল। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই খুলনার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি 'সমিতি' গড়ে ওঠে। ফুলতলার কাছে আলকা গ্রামে ছিল 'অনুশীলনী সমিতি', সাতক্ষীরায় 'ব্রতী সমিতি' এবং খুলনা শহরে 'আত্মোন্নতি সমিতি'। ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত এই সমিতিগুলির লক্ষ্য ও কর্মসূচির বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না।[১৩খ] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ফুলতলা, মহেশ্বরপাশা, সেনহাটি, দৌলতপুর– বিশেষ করে তৎকালীন দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির (বর্তমানে সরকারি ব্রজলাল কলেজ) দেশপ্রেমিক তরুণদের মধ্যে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। এই এলাকার তরুণরা অনুশীলন সমিতির সাথেই যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে সেনহাটি ছিল স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ১৯০৫ সালের ১৪ নভেম্বর সেনহাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের (স্কুলটি ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত) বহু ছাত্র এবং দৌলতপুর কলেজের (বর্তমান সরকারি ব্রজলাল কলেজ) ছাত্ররা একত্রে প্রায় ৭০ জন মিলে দৌলতপুর বাজারে হানা দেয়। প্রতিটি দোকান থেকে বিলাতি কাপড়, লবণ ও বিলাতি চিনি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। বিলাতি কাপড়গুলি একস্থানে জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১৪] ফলে সেই সেনহাটির জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক হীরালাল সেনের পক্ষে অনুশীলন সমিতিতে যুক্ত থাকা অমূলক কিছু নয়।

হীরালাল সেনের লেখা 'হুঙ্কার' কবিতার বইটি (কবিতাগুলি একইসঙ্গে দেশাত্মবোধক গান) প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে উল্লিখিত বইটির বিবরণ নিম্নরূপ :

> 547/Hira lal sen Gupta.- হুঙ্কার। [Hunkar. Growl. A collection of songs.] Pages 24. Published by K.C. Basu, 34, Musalmanpara Lane, Calcutta. [31st July 1908] 24. 1st edition. [Printer] K.C. Basu, 34, Musalmanpara Lane. Calcutta./1,000/...[১৫]

এই কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে প্রবাসী পত্রিকার ১৩১৫ সনের আষাঢ় সংখ্যার ১৬৮নং পৃষ্ঠায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তা থেকে বইটির বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় :

> "হুঙ্কার–শ্রী হীরালাল সেনগুপ্ত প্রণীত। ২৪ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। মূল্য দুই আনা। ইহাতে গ্রন্থকার রচিত কতকগুলি গানের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' ও অবশেষে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের স্বরচিত গানগুলিতে কবিত্ব, চিন্তা ও দেশপ্রীতি আছে। তিনটি গান রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে। চাষার গান দুইটি বেশ হইয়াছে; চাষার ভাষায় চাষার প্রাণে আঘাত করিতে পারিলেই তাহারা শীঘ্র উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে।"[১৬]

উপর্যুক্ত কারণে ব্রিটিশ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে লেখককে গ্রেপ্তার করে।[১৭] এর আগে সরকার সাময়িকপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি নিষিদ্ধ বাজেয়াপ্ত করে এর সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর প্রভৃতির অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড দিয়েছে। তবে গ্রন্থ অথবা পুস্তক পুস্তিকার ক্ষেত্রে সম্ভবত প্রথম বাজেয়াপ্ত হয় 'হুঙ্কার' এবং প্রথম শাস্তিপ্রাপ্ত লেখক হীরালাল সেন।[১৮] লেখক এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে গ্রন্থটি পাঠালে কবি তা জানতে পারেন। গ্রন্থটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখক হীরালাল সেনকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি সম্পর্কে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "বইখানি কবির নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল, কবি তা জানতেন না; বই হস্তগত হ'লে জানতে পাল্লেন। 'হুঙ্কার' প'ড়ে কবি গ্রন্থকারকে পত্র লিখেছিলেন, তাতে উত্তেজনার প্রশ্রয় ছিল না, স্থির ধীর হ'য়ে দেশের কাজ করারই উপদেশ ছিল। সে পত্রের ভাষা মনে নেই। তবে যা দু'এক কথা শুনেছিলাম, তার ভাবটা এই রকমই মনে হয়,– ঘরে আগুন লাগিয়ে তামাশা দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ... কবির সেই পত্রখানি গভর্নমেন্টের হস্তগত হ'য়েছিল; ফলে খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেটকোর্ট থেকে কবির আহ্বান এলো।"[১৯]

হীরালাল সেনের বাড়ি তল্লাশী করে পুলিশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উক্ত পত্রখানি উদ্ধার করে। এই পত্র এবং 'হুঙ্কার' কাব্যটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করার কারণে হীরালাল সেনের মামলায়–রবীন্দ্রনাথকে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে এই মামলার একজন সাক্ষী করা হয়েছিল। খুলনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে সমন পেয়ে সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য কবিকে খুলনা আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়ের পুত্র কালিপদ রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা

"খুলনার ফৌজদারী আদালতে একটি স্বদেশী মামলায় ভারত সরকারের পক্ষে সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ" বেরিয়েছিল বীরভূম থেকে প্রকাশিত 'লালমাটি' পত্রিকার ১৩৮৫ সালের পৌষ সংখ্যায়।[২০] রবীন্দ্রনাথ যেদিন খুলনা আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন বৃদ্ধ উকিলের কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন সেদিনের বৃত্তান্ত। সরকার রবীন্দ্রনাথকে যে এই মামলায় ফাঁসাতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ এই উকিলের বক্তব্যেও পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে কবি নিজেও একজন 'দাগী' হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[২১] বৃদ্ধ উকিল কালিপদ বাবুকে বলেছিলেন–

> "তাঁরা তখন শুনেছিলেন যে ছোটোলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের নাকি গোড়ায় মতলব ছিল রবীন্দ্রনাথকেও হীরালাল সেনের সঙ্গে আসামী করে মামলা রুজু করা। কিন্তু সরকার পক্ষের আইনজীবীরা যখন জানালেন যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ টেকানো যাবে না– বরঞ্চ গোটা মামলাই ফেঁসে যেতে পারে তার ফলে, তখন হীরালাল সেনের বিরুদ্ধে মামলায় সরকার তরফের প্রধান সাক্ষী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে ডাকার সিদ্ধান্ত করা হয়। উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া যে 'হুঙ্কার'-এর কবিতাগুলি অত্যন্ত উত্তেজক এবং রাজদ্রোহকর।"[২২]

অমৃতবাজার পত্রিকার (১৮ নভেম্বর, ১৯০৮) সংবাদ থেকে জানা যায়, হীরালাল ১৬ নভেম্বর, ১৯০৮ তারিখে খুলনার স্থানাপন্ন ম্যাজিস্ট্রেট মানসরঞ্জন সেনের আদালতে হাজির হয়ে জামিনের দরখাস্ত করলে ম্যাজিস্ট্রেট সেটি নামঞ্জুর করে তাঁকে হাজতে প্রেরণ করেন। শুনানির দিন ২৭ নভেম্বর ১৯০৮ তারিখ ধার্য হলেও জেলা ম্যাজিস্টেট মিঃ জনস্টোনের (Mr. Johnstone) অসুস্থতার জন্য ৪ ডিসেম্বর পুনরায় শুনানির দিন ধার্য হয়।[২৩] 'হুঙ্কার' গ্রন্থের বিরুদ্ধে কবে প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ হয় এবং লেখক হীরালালের বিরুদ্ধে কবে মামলা দায়ের হয় সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে 'হুঙ্কার' গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৯১১ সালে এমন তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে একাধিক গ্রন্থে।[২৪] এই তথ্যের সাথে আমরা একমত পোষণ করতে পারি না। কারণ হীরালাল সেনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ১৯০৮ সালে। যে গ্রন্থের কারণে লেখকের বিরুদ্ধে মামলা, সেই গ্রন্থ নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হবে আরও তিনবছর পরে এটি স্বাভাবিক নয়।

৪ ডিসেম্বর ১৯০৮ তারিখে খুলনা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সাক্ষ্য দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসে ৩ ডিসেম্বর খুলনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ঠাকুর বাড়ির এস্টেটের ক্যাশ বহির হিসাব উল্লেখ করে রবিজীবনীকার সে তথ্য আমাদের জানাচ্ছেন।[২৫] ৪ ডিসেম্বর শুনানীর দিনের বিশদ বিবরণ পূর্বোক্ত কালিপদ রায়ের লেখা থেকে তুলে ধরেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ :

> "রবীন্দ্রনাথের খুলনা আদালতে পৌঁছতে সামান্য দেরি হয়েছিল অথচ তিনিই প্রধান সাক্ষী। হাকিম জানতে চান সাক্ষী ঐ দিন হাজির হতে পারবেন না, এমন কোনো আবেদন জানিয়েছেন কি না। যখন জানা গেল তেমন দরখাস্ত আসেনি তখন নাকি হাকিম বলেছিলেন, 'আজকের দিনটা দেখুন, তারপর বাধ্য হয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করতে হবে। আর ঠিক তখনই নাকি আদালতে পৌঁছান রবীন্দ্রনাথ।"[২৬]

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনস্টোনের আদালতে মামলার শুনানী সম্পর্কে পরদিন ৫ ডিসেম্বর কলকাতার Amrita Bazar Patrika যে প্রতিবেদন ছাপে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন প্রশান্ত কুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী'তে–

> "The local Government Pleader with Babu Nirode Krishna Chatterjee of Alipur appeared for the Crown. Certain prosecution witnesses were examined, including the Superintendent of Police, Babu Robindra Nath Tagore, Babu Ananda Charan Sen, proprietor "Sakha Press", Pandit Rajendra Chandra Sastri, Govenment Translator, and Sub-inspector Matilal Mazumdar of Sadar thana. ... The statement of the accused was taken... [who] regrets for the language of the booklet which are objectionable somewhere." [২৭]

চিন্মোহন সেহানবীশ কালিপদ রায়কে উদ্ধৃত করে লিখেছেন–

> "রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য মোটেই সরকারের পক্ষে যায়নি। কারণ তিনি নাকি বলেছিলেন, স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী তরুণের পক্ষে উত্তেজক কবিতা বা গান লেখা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। ওকালতি তাঁর পেশা নয়, সুতরাং কবিতা বা গান কী পরিমাণ উত্তেজক হলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় হবে সেটা তাঁর জানা নেই।"[২৮]

৮ ডিসেম্বর ১৯০৮ তারিখে রায় ঘোষণা করা হয় 'Accused pleaded guilty.'...'has been sentenced to 18 month's rigorous imprisonment' [২৯] প্রশান্ত কুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী'তে লিখেছেন যে, বিভিন্ন গ্রন্থে ছয়মাস কারাদণ্ডের কথা উল্লিখিত আছে, তথ্যটি ঠিক নয়।[৩০] অন্য একটি গ্রন্থে ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩১] আমরা পাল মহাশয়ের সাথে একমত পোষণ করি। অর্থাৎ হীরালাল সেনের কারাদণ্ড ছয়মাস নয়, আঠার মাস হয়েছিল। অন্যদিকে শিশির কর তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন– 'তবে সরকারি নথিপত্রে হীরালাল সেনের সাজার তথ্য পাইনি।'[৩২] সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য, সম্ভবত হীরালাল সেনের মামলার রায়ের পর উচ্চ আদালতে আবেদন করা হয়নি। খুলনা তখন মফস্বল এলাকা। এখানকার রায়ের কপি বা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র কলকাতায় নাও যেতে পারে। ফলে শিশির করের পক্ষে কলকাতায় ঐ রায়ের নথিপত্র না পাওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া হীরালাল সেনের ১৮ মাসের কারাদণ্ডের পক্ষে আমাদের সমর্থনের অন্য কারণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাক্ষ্য দিয়ে ঐদিনই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কলকাতা থেকে পরদিন চলে যান শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি খুলনার সাক্ষ্য প্রদানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানান। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– "কবি এখানে এসে বল্লেন, হীরালালের কারাবাসের ব্যবস্থা করে এলাম। মুক্তির পরে এখানে আসতে বলেছি।"[৩৩] কারাভোগের পরই হীরালাল শান্তিনিকেতন চলে যান। কারণ কারাদণ্ডের ফলে তার চাকুরি চলে যায় এবং তিনি পুলিশের ও গোয়েন্দা বাহিনীর তৎপরতায় নিরাপত্তাহীন ছিলেন। হীরালাল শান্তিনিকেতনে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিক্ষক হিসেবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নিয়োগ করেন ১৯১০

সালে।[৩৪] ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে হীরালালের ছয়মাস জেল হলে আরও আগে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা। কিন্তু হীরালাল গেছেন ১৯১০ সালে। ফলে তাঁর ১৮ মাস কারাভোগের তথ্যটি সঠিক বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু হীরালাল শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেশিদিন শিক্ষকতা করতে পারেননি। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীর গোপন রিপোর্টের কারণে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের তাড়ায় রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালের গোড়ায় হীরালালকে শান্তিনিকেতন থেকে সরিয়ে তাঁর জমিদারি কাজে নিয়োগ করেন।[৩৫]

বিধুভূষণ বসু

১৮৭৪ সালের [৩৬] ২৭ মে বাগেরহাট জেলার কাঁঠাল গ্রামে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মী বিধুভূষণ বসু জন্মগ্রহণ করেন।[৩৭] তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বাগেরহাটের বিষ্ণুপুরে। শৈশবে পিতৃমাতৃহারা হয়ে তিনি এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে লালিত পালিত হন। বিষ্ণুপুর ও মূলঘর স্কুলে শিক্ষালাভ করার পর দৃষ্টিহীনতার কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নি। মূলঘর স্কুলে লেখাপড়ার সময় তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়ের সাহচর্যে আসেন। পরবর্তীকালে নেপাল চন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন।[৩৮] বাগেরহাটের জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে বিষ্ণুপুর স্কুল ও কলকাতার শিবপুর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর দুজন বিখ্যাত ছাত্র হলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ লেখক ও গবেষক সুশীল কুমার দে।[৩৯]

মূলঘর স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় 'সখা ও সাথী' নামক পত্রিকায় 'দেশসেবা' নামে একটা প্রবন্ধ লিখে হিরণ্যকুমার স্বর্ণপদক পান। এখান থেকেই বিধুভূষণ বসুর লেখালেখি শুরু। তারপর ১৮৯৭ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'লক্ষ্মীমেয়ে'। সাহিত্যিক বিধুভূষণ সারাজীবন অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন।'লক্ষ্মীমা', 'লক্ষ্মীবউ', 'সতীলক্ষ্মী', 'চারুচন্দ্র', 'অমৃতে গরল', 'সুভদ্রা', 'পাপিষ্ঠা', 'গোধন', 'কামিনী কাঞ্চন', 'দীপালীর বাজী', 'প্রখরা', 'কুলের কালি', 'নষ্টোদ্ধার', 'বিষের বাতাস', 'জ্যাঠাইমা', 'পৌত্রান্ত', 'পরিণাম', তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে রচিত। 'সতীলক্ষ্মী' এবং 'অমৃতে গরল' উপন্যাস দুটির জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। 'সতীলক্ষ্মী' উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক এবং বিপ্লবী বক্তব্য থাকায় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ কার সাহেব (KAAR) লিখিত 'Political Troubles in India' গ্রন্থে লিখেছেন 'সতীলক্ষ্মী' ব্রিটিশ ভারতের প্রথম Proscribed.[৪০] উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে এবং হিন্দি ও গুজরাটি ভাষায় অনূদিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে বিধুভূষণ বসু জাতীয় জাগরণমূলক একাধিক নাটক রচনা করেন। নাটকগুলি হলো– 'দাদা', 'মীরকাশিম', 'রক্তযজ্ঞ', 'সোনার ফসল', 'ব্রহ্মচারিণী', 'ভগিনী বিদ্রোহ', 'বিমাতা', 'বাপের ভিটা', 'সুদর্শন', 'দুইবিঘা জমি', ও 'কালাপাহাড়'। গল্পগ্রন্থ 'বনমালা'

এবং 'মহাত্মা গান্ধীর জীবন চরিত ও 'দেশবন্ধু চরিত্র মহিমা' তাঁর রচিত জীবনীগ্রন্থ। এছাড়া 'স্মৃতিকথা' নামে তাঁর একটি আত্মজীবনী এবং শতাধিক গানের সংকলন 'গীতিহার' রয়েছে। 'বনমালা' গল্পগ্রন্থটি তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ পড়ে বিধুভূষণ বসুকে একটি পত্র লিখেছিলেন–

কল্যাণীয়েসু
বিধুভূষণ,

আমি তোমার বনমালা গলায় পরলাম, দীর্ঘজীবী হয়ে বনফুল তুলে এমনি করে মালা গাঁথো। কিরাত কবি যদি হও, লেখো। এমনি হৃদয়ের জয় তার জন্য তোমার আঙ্গুল কেটে দক্ষিণা নিতে ইচ্ছা হয়।

রবীন্দ্রনাথ
বাংলা ১৩২১[৪১]

১৯০৫ সালে খুলনা শহরের কয়লাঘাটায় বিধুভূষণ রচিত 'মীরকাশিম' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। তবে নাটকটি শেষ পর্যন্ত অভিনীত হতে পারেনি। ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে নাটকের মঞ্চ ভেঙে দেয়।[৪২] এ সময় নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিলেও পরবর্তীকালে নাটকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বিধুভূষণ বসু শুধু একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি খুলনা-বাগেরহাট অঞ্চলের প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা এবং একজন সাংবাদিক ও পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্যিক সাংবাদিক এবং রাজনীতিক হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সভায় এ অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯০০ সালে বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদের কাশিম বাজারের রাজবাড়িতে। সে অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। খুলনা-বাগেরহাট অঞ্চল থেকে তিনজন প্রতিনিধি সে সম্মেলনে যোগদান করেন। এঁরা হলেন উমেশচন্দ্র রায়, কামাখ্যাচরণ নাগ ও বিধুভূষণ বসু।[৪৩] ভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে ঐ সময় যে প্রতিনিধি দল যোগ দেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিধুভূষণ বসু।[৪৪] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে তিনি সবসময় সামনের সারিতে থাকতেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী এমএলএ পদপ্রার্থী গোবরডাঙ্গার (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার একটি থানা) এক জমিদারকে ব্যঙ্গ করে 'ভোটরঙ্গ' নামক কাব্য লিখে মানহানির মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে কারারুদ্ধ হন।

সাংবাদিক হিসেবে বিধুভূষণ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত মাসিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[৪৫] এরপর তাঁর সম্পাদনায় বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পল্লীচিত্র' পত্রিকা।[৪৬] প্রথম থেকেই 'পল্লীচিত্র' পত্রিকায়

দেশাত্মবোধক ও স্বাধীনতার আদর্শমূলক লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। সশস্ত্র বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় যে সময় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কর্মসূচি পরিকল্পনা করা হচ্ছিল, সে সময় এদশের লেখক বুদ্ধিজীবীরা পত্র পত্রিকায় স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করছিলেন। সে কারণে ব্রিটিশ সরকারের 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। সরকার সুযোগের সন্ধানে ছিল। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় (১৯০৯ সালের জুন-জুলাই) 'এসো মা পল্লীরাণী' নামক কবিতা এবং 'শিকার' নামে একটি গল্প প্রকাশের দায়ে বিধুভূষণকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯০৯ সালের ২১ ডিসেম্বর খুলনায় তৎকালীন পুলিশ সুপার (এসপি) মিঃ স্যালে (MR. W.A.P. Saley) সদলবলে বাগেরহাটে এসে বিধুভূষণকে গ্রেফতার করেন।[৪৭] শুধু 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেফতার নয়, প্রেস এবং 'পল্লীচিত্র' পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারের অভিযোগ 'এসো মা পল্লীরাণী' কবিতায় এবং 'শিকার' গল্পে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা গ্রহণে জনগণকে প্ররোচিত করা হয়েছে। এই অজুহাতে 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার ঐ সংখ্যার সব কপিই নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৪৮] একই সাথে গ্রেফতার করা হয় পত্রিকাটির মুদ্রাকর ও প্রেসের মালিক শরৎচন্দ্র মিত্র এবং 'এসো মা পল্লীরাণী' কবিতার রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ চন্দকে। 'শিকার' গল্পটি লিখেছিলেন বিধুভূষণ বসু।

'পল্লীচিত্র' পত্রিকার সম্পাদক ও অন্যদের বিরুদ্ধে ১২৪ (ক) ও ১৫৩ (ক) ধারা অনুযায়ী খুলনা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পর খুলনা শহর থেকে প্রকাশিত 'খুলনাবাসী' পত্রিকার সম্পাদক গোপাল চন্দ্র মুখার্জীকে গ্রেফতার করা হয় রাজদ্রোহমূলক লেখা প্রকাশের দায়ে।[৪৯] এই দুটি পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষ সমর্থন করে আইনী সহায়তা দেন তৎকালীন খুলনার দুইজন জাতীয়তাবাদী নেতা ও বিশিষ্ট উকিল ইন্দ্রভূষণ মজুমদার ও নগেন্দ্রনাথ সেন। এই দুটি মামলা সম্পর্কে তৎকালীন বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবের লেখা খুলনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এই চিঠিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

Khulna, Dated 29. 1. 10
(Camp-Kalaroa) 30th Jan.

Dear Mr. Duke,

I send the following note about Khulna political Matters for the past week to keep you informed.

The conditional order attaching the pallichitra press was made aboslute by me on 25th January.

The conditional order attaching the Khulnavasi (now called Kamala) Press was similarly made absolute on 28th January.

I frame charges under section 124A and 153A against the Pallichitra Editor and Printer and have adjourned the case for defence to the 4th February. Similarly, I have framed charges under the same section against the Khulnavasi Editor and Printer and have adjourned the case to the 5th for the defence.

Yours sincerely,
Sd/R. C. Hamilton

To
Mr. F.W. Duke, I.C.S
Chief Secretary to the Government of W. Bengal [৫০]

'পল্লীচিত্র' পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরকারের মনোভাব বরাবরই ছিল খুব কঠোর। তার কারণ ঐ বছর সে মাসে বিধুভূষণ তাঁর পত্রিকায় বিজয় নাগের জেলের অভিজ্ঞতার বর্ণনা বেশ ফলাও করে প্রকাশ করেন। সেই লেখাতে বিপ্লবীদের বহু চাঞ্চল্যকর কর্মকাণ্ডের উল্লেখ ছিল। রাজদ্রোহমূলক লেখা হিসেবে সে সংখ্যার সব কপি বাজেয়াপ্ত করে সরকার। এরপর 'এসো মা পল্লীরাণী' এবং 'শিকার' এই দুটি লেখার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে তৎকালীন সরকার ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। 'এসো মা পল্লীরাণী' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিম্নরূপ :

Esho ma polli-rani

Come Oh mother Queen of the village, the day is drawing its full length to a close. Let thy children rise up with bounding hearts hearing thy great voice. I have sacrificed my life to take away the crown of victory from the enemy's brow and decorate thee thou Queen of Queens with it in the battle of life.

Led by mistaken ideas and tormented by passion, I did not preceive and could not feel at heart when (thy) golden seat disappeared.

Under the stamp of Asur's feet there are no Parijat flowers in the Nandan Gardens' and in the garb of a beggar, Indrani is sorely suffering in the most recess [sic] of her heart.

The Suras who have conquered death, see all this before them

and like cowards shut up their eyes for hatred and shame. Oh, mother, I do not know when for the Swadesh, the gods will rise up in a body, and buring with rage as fierce as the world-destroying fire kill the force of their adversaries, and relying on their own strength and taking up their won arms, re-establish the throne of the Heavens by offering drinks of blood to the manes.[৫১]

১৯০৯ সালের ৮ ডিসেম্বর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি এক চিঠিতে বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবকে জানান, খুলনা জেলার বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার বিরুদ্ধে ১৯০৮ সালের নিউজ পেপার এ্যাক্ট অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।[৫২] ১৬ ডিসেম্বর বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব খুলনার এসপিকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠান। এসপি সেই নির্দেশ মতো ২১ ডিসেম্বর বিধুভূষণকে গ্রেফতার করেন। আমরা পূর্বে সে বিষয়টি উল্লেখ করেছি। উল্লেখ্য যে, 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার বিরুদ্ধে যে এ্যাক্ট অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হয়, ইতোপূর্বে মাত্র চারটি পত্রিকার বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হয়। পত্রিকাগুলো হলো– 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা', 'সোনার ভারত' ও 'প্রভাত'।[৫৩]

খুলনা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার বিচারপর্ব শেষ হয় ১৯১০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। সম্পাদক বিধুভূষণ দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুদ্রাকর শরৎচন্দ্র মিত্রকে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৫৪] Robert Darnton তাঁর 'Books in the British Raj : The Contradictions of Liberal Imperialism' গ্রন্থে লিখেছেন–

"Consider the following poem, which was published in a literary review, Pallichitra, in 1910 and typifies the material condemned and seditious in the courts. Because its author could not be identified (he was later found and sent to prison for two years), the editor of the volume, Bidhu Bhusan Bose, was put on trial before a district magistrate, R. C. Hamilton in Khulna, Bengal. After pronouncing Bose guilty of sedition under section 124A of the indian penal code, the judge declared that he deserved to be transported for life, so heinous was his crime. In the end he was sentenced to two years of rigorous imprisonment, and his printer had to serve two months as an accomplice. What, then, was the wickedness in the following words, which are given in the translation from the Bengali provided by the official court translator.?"[৫৫]

'এসো মা পল্লীরাণী' কবিতার লেখক নগেন্দ্রনাথ চন্দ ইতোপূর্বে বাংলা স্বদেশী ডাকাতী মামলায় গ্রেফতার হয়ে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।[৫৬] 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার মামলার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। কিন্তু হাইকোর্ট খুলনা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের রায়ই বহাল রাখেন। তবে 'পল্লীচিত্র'

প্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।[৫৭] এই রায় সম্পর্কে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ তাঁর সম্পাদকীয়তে লেখেন– "সম্পাদক সচেতন তাই অপরাধী, ছাপাখানা অচেতন তাই নিরাপরাধ।"[৫৮] হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক শ্রী ভুবনমোহন দেব 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার মামলায় বিধুভূষণের পক্ষ নিয়ে চার কিস্তি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। তাতে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়।[৫৯] 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়[৬০] সেটাকে অপমানজনক মনে করে জরিমানা দিয়ে শর্তসাপেক্ষে পত্রিকা প্রকাশের চেয়ে বন্ধ করে দেয়াকে শ্রেয় মনে করেছিলেন।[৬১] জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বিধুভূষণ বসু পুনরায় 'পল্লীচিত্র' পত্রিকা প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন। তবে পত্রিকাটি নানা কারণে বেশিদিন চলেনি। তবে যতদিন টিকে ছিল সে সময় অগ্নিযুগে স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে গৌরবময় ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বিধুভূষণ বসু কলকাতায় চলে যান। ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

উপসংহার

বিশ শতকের গোড়ায়-ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী নানামাত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। নতুন নতুন সংগঠন তৈরি করে দেশপ্রেমিক তরুণরা প্রথমে শরীরচর্চা ও অন্যান্য কর্মসূচির আড়ালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একদিকে বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, অন্যদিকে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের বিভিন্নমুখী আন্দোলন চলতে থাকে। এর পাশাপাশি দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, লেখক, সংবাদকর্মীরা তাঁদের অবস্থান থেকে লেখালেখির মাধ্যমে জনগণকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করতে থাকেন। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কখনও কখনও বোমার চেয়ে এই লেখা ও লেখকদের বেশি ভয় পেতে শুরু করেছিল। সেজন্যে তারা বিভিন্ন কালো আইন তৈরি করে সংবাদপত্র, গ্রন্থসহ নানারকম সৃষ্টিশীল প্রকাশনা বন্ধ, বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ করে। লেখক, প্রকাশক, সংবাদকর্মীদের বিরুদ্ধে শুরু করে নির্বিচারে নির্যাতন ও দমনপীড়ন। এক কথায় তারা সচেতন জনগণ, লেখক ও পত্রপত্রিকার কণ্ঠরোধ করে। এর প্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে অজ্ঞাতস্থান থেকে ছদ্মনামে বা বেনামে আরো বেশি লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তাছাড়া বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধ বইপত্র স্বাভাবিক আগ্রহে ও কৌতূহলে জনগণ খুঁজে খুঁজে পড়তে থাকে। মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে অগণতান্ত্রিক, বৃহত্তর জনগণের বিরুদ্ধচারী সরকার তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষের মুক্তচিন্তা, স্বাধীনতাকামী ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছে; পত্র-পত্রিকা বইপত্র ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে সুদীর্ঘ সময় ধরে তৎকালীন সরকার এই কাজ করেছে পুলিশ, গোয়েন্দা, আমলাসহ অন্যদের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে তা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির স্বরূপ জনগণের কাছে প্রকাশিত হয়।

তথ্যসূত্র

১. শিশির কর, *ব্রিটিশ শাসামলে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৭

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩

৪. মেকলে ভারতীয়দের জন্য প্রণীত শিক্ষানীতিতে এক সুচতুর পরিকল্পনা করেছিলেন–"To form a class who may be interpreters between us (The British) and the millions whom we give, a class of persons Indian in blood and colours but English in test, in morals and in intellect."

৫. শিশির কর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬

৬. No 7454-58. S.B dated 27.7.1909. To all commissioners in E. Bengal and Assam. By chief Secretary, E. Bengal and Assam.

৭. *Letters of sister Nivedita.* Edited by Prof. Sankari Prasad Basu, vol. 11, Advaita Ashrama, Kolkata; 2017, P. 1115

৮. শিশির কর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩০

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২

১০. ১০ অক্টোবর, ১৯০৫ জারি হয় কার্লাইল সার্কুলার। ৮ নভেম্বর ১৯০৫ পূর্ববঙ্গের চিফ সেক্রেটারি লায়ন ঢাকা বিভাগের কমিশনারের কাছে দুটি সার্কুলার পাঠান। তাতে রাস্তায় প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়া, প্রকাশ্য স্থানে রাজনীতিমূলক আলোচনার জন্য সভা সমিতি করা, দলবদ্ধভাবে 'বন্দেমাতরম' গান করা নিষিদ্ধ হয়।

১১. শিশির কর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬

১২. অজিত কুমার নাগ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা*, সেলস এ্যালায়েনস, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৩৬

১৩. চিন্মোহন সেহানবীশ, *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা পৌষ ১৪০৪ (১ম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৯২), পৃষ্ঠা ২৭

১৩ (খ) অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫

১৪. অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১

১৫. প্রশান্ত কুমার পাল, *রবিজীবনী (ষষ্ঠখণ্ড)*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ৫ম মুদ্রণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা ৩৪

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪

১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা৩৪

১৯. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথের কথা*, ১৩৫৩, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৮

২০. চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭

২১. চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ' গ্রন্থের ৩৩নং পৃষ্ঠায় শ্রী দিলীপ মজুমদারের 'বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা উদ্ধৃত করেছেন "...সরকারের

দৃষ্টিতে কবি নিজেও একজন 'দাগী' ছিলেন। শুনেছি কলকাতায় থাকাকালীন তিনি যখন ঘোড়ার গাড়িতে চেপে রাস্তা দিয়ে যেতেন সেই সময় জোড়াসাঁকো থানা থেকে পুলিশ হেঁকে জানিয়ে দিত অমুক নম্বর আসামী যাচ্ছে।"

২২. চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭–২৮

২৩. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪

২৪. শিশির কর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০২ ও অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭

২৫. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪

২৬. চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮

২৭. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

২৮. চিন্মোহন সেহানবীশ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮

২৯. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

৩০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

৩১. তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য, *ব্রিটিশ পুলিশের 'টিকটিকি' ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গুপ্তচর*, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৪৫

৩২. শিশির কর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

৩৩. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮

৩৪. প্রশান্ত কুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫

৩৬. ড. শেখ গাউস মিয়া তাঁর রচিত *আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা (১ম খণ্ড)* গ্রন্থে বিধুভূষণ বসুর জন্ম সন উল্লেখ করেছেন ১৮৭৫। তিনি তারিখ উল্লেখ না করলেও মাসের নাম লিখেছেন মে মাস। পৃষ্ঠা ৩৬৬

৩৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) *বাংলাপিডিয়া ৭ম খণ্ড*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৯৭

৩৮. ড. শেখ গাউস মিয়া, *আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা, (১ম খণ্ড)* সাঁকো বাড়ি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৬৬

৩৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭

৪০. ড. শেখ গাউস মিয়া, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৮

৪১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৯

৪২. ড. শেখ গাউস মিয়া, *বাগেরহাটের ইতিহাস ১ম খণ্ড*, বেলায়েত হোসেন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত, বাগেরহাট, ২০০১, পৃষ্ঠা ২৭০

৪৩. ড. শেখ গাউস মিয়া, *আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা*, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৬৭

৪৪. সুকুমার মিত্র (সম্পা), *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা*, কলকাতা, কালান্তর প্রেস, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩৮

৪৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯৭

৪৬. বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত মাসিক 'পল্লীচিত্র' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশনার সময়কাল ড. শেখ গাউস মিয়া তাঁর 'আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা' গ্রন্থের ৩৭০নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ১৯০৬ সাল ১৩১৪ বঙ্গাব্দ এবং সুশান্ত সরকার বাংলাপিডিয়া (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত) ৭ম খণ্ডের ৯৭নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ১৯০৮ সাল।

৪৭.অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

৫০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

৫১. Robert Darnton, Books in the British Raj : *The Contradictions of Liberal Imperialism,* The Johns Hopkins University Press, September 2001, USA, P. 18

৫২. অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৫৫. Robert Darnton, Do, P.18

৫৬. ড. শেখ গাউস মিয়া, *আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭১

৫৭. অজিত কুমার নাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬১

৫৮. ড. শেখ গাউস মিয়া, *বাগেরহাটের ইতিহাস* ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৭

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৭

৬০. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাব্বিশ বছর বয়সে দীক্ষা নেন ব্রাহ্মধর্মে। ব্রাহ্ম থেকে প্রোটেস্টান্ট, প্রোটেস্টান্ট থেকে ক্যাথোলিক এবং অবশেষে ফিরে আসেন হিন্দুধর্মে। বাংলা সাংবাদিকতাকে তিনি এলিট শ্রেণির বৈঠকখানা থেকে বের করে এনেছিলেন হাটে বাজারে; সাধারণ মানুষের মুখে-মিছিলে।

৬১. ড. শেখ গাউস মিয়া, *আলোকিত মানুষের সন্ধানে : বৃহত্তর খুলনা জেলা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭২